গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web: www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-৬১২

তারিখঃ ১৮/০৬/২০১৮খ্রিঃ
সময়ঃ বিকাল ৫.৩০ ঘটিকা।

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন। (২য় বার)

অতিবৃষ্টি/পাহাড়ি ঢলে ক্ষয়ক্ষতির তথ্যাদি:

মৌলভীবাজার :

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, মৌলভীবাজার জানান যে, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে জেলার সকল নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ২৫টি স্থানে বাঁধ ভেংগে জেলার ৫টি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। জেলার শ্রীমংগল উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের ২,০৯০ টি পরিবারের ৯,৪৩৮ জন লোক, কুলাউড়া উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ২,৯৭৮ টি পরিবারের ১৪,৬০০ জন, কমলগঞ্জ উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ২৫,৭৮৮টি পরিবারের ১,২৮,৮৪০ জন, রাজনগর উপজেলার ৩টি ইউনিয়নের ৬,০০০ পরিবারের ২৪,০০০ জন এবং সদর উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভার ৩৩৪৪টি পরিবারের ১৬৩১৮ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলায় ৫টি উপজেলার সর্বমোট ৩০টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভার ৪০,২০০ টি পরিবারের ১,৯৩,২৯৬ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মৌলভীবাজার জেলা শহরের মনু নদীর বড়ইকোনা এলাকার বাঁধ ভেংগে শহরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্লাবিত হয়েছে। শহরের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে নেয়া হচ্ছে। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে ১২/৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখ হতে এ পর্যন্ত ৮ জন লোক মারা গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ৫ টি উপজেলায় মোট ৪৫ টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রে ৬১৫৫ জন লোক অবস্থান করছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহ জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়েছে। বর্তমানে নদীর পানি কমতে থাকায় মৌলভীবাজার শহরের ভিতরের পানি নেমে যেতে শুরু করেছে। বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৭৪৩ মেঃটন জিআর চাল ও ৯,৪০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় বর্তমানে মজুদ আছে ১০,৩৭,০০০/- জিআর টাকা এবং ৬৬৮ মেঃটন জিআর চাল।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মৌলভীবাজার জেলার অনুকুলে গত ১৪/৬/১৮ তারিখে ৬ (ছয়) লক্ষ টাকা, ১৭/৬/২০১৮ তারিখে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং ৫০০ মেঃটন জিআর চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

সিলেটঃ

জেলা প্রশাসক, সিলেট জানান যে, গত ১২/৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখ হতে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় এ জেলার ১৩টি উপজেলার মধ্যে কানাইঘাট, গোয়াইনঘাট, জৈন্তা, জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজারসহ ৮টি উপজেলার নিম্নাঞ্চল বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। ৩৮টি ইউনিয়নের ১,৪৬,০০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর ডাইক/বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেংগে পানি প্রবেশ করছে। জকিগঞ্জ উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ ভেংগে যাওয়ায় জকিগঞ্জ পৌরসভার ৩টি ওয়ার্ডে পানি ঢুকে পড়েছে। এলাকায় মানুষ পানিবন্দি অবস্থায় আছে। পানিবন্দি লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জকিগঞ্জ উপজেলায় ৫টি আশ্রয়কেন্দ্রে ১০০ জন ও কানাইঘাট উপজেলায় ৩টি আশ্রয় কেন্দ্রে ৫০-৬০ জন লোক আশ্রয় নিয়েছে। জেলা প্রশাসন কর্তৃক আশ্রিত লোকজনের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে বাড়ী বাড়ী যেয়ে শুকনো খাবার, চাল, ডাল ও টাকা প্রদান করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবরের মধ্যে এ যাবৎ ২৩১ মেঃটন জিআর চাল এবং ৩,৫০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

চলমান পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য এবং ক্ষয়ক্ষতির হালনাগাদ বিবরণী তাৎক্ষনিকভাবে সংগ্রহ পূর্বক বিস্তারিত জানানো হবে।

** **পাহাড় ধস/পাহাড়ী ঢলের কারণে এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা ২৫ জন।**

** দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহীত কার্যক্রমঃ

অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢলসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে বিতরণের লক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখে ২৯টি জেলার অনুকুলে ০১ (এক) কোটি ০৪ (চার) লক্ষ জি,আর টাকা এবং ১৩টি জেলার অনুকুলে ২৭০০ মেঃটন জিআর চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং গত ১৭/৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখে মৌলভীবাজার জেলার অনুকুলে ১০ লক্ষ টাকা এবং ৫০০ মেঃটন বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৮/০৬/১৮